প্রথম আলো

তারিখ ... 28 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

আদর্শ বিদ্যালয়ের নীতিভ্রষ্ট শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর ও কুষ্টিয়া অফিস ●

রংপুরে ধর্ষণের শিকার ছাত্রীর আত্মহত্যা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাধিক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। ওই শিক্ষকের নাম হেলাল উদ্দীন (৩৮)। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ গত সোমবার তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে।

এদিকে রংপুর নগরে বাসা থেকে গত সোমবার দিবাগত রাতে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় লিমা (১৪) নামের এক ছাত্রীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গণধর্ষণের শিকার হয়ে সে আত্মহত্যা করেছে বলে পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে। এ ঘটনায় পুলিশ মুশফিকুর রহমান নামে কারমাইকেল কলেজের এক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে।

হেলাল কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক। ২০০৩ সালে তিনি এই বিদ্যালয়ে যোগ দেন। গণিতের শিক্ষক হওয়ায় তাঁর কাছে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রাইভেট পড়ত। বিদ্যালয়ের পাশেই মঙ্গলবাড়িয়া বাজারে একটি ভাড়া বাসায় তিনি একা থাকতেন। বাসার একটি কক্ষে তিনি প্রাইভেট পড়াতেন। তাঁর বাড়ি সদর উপজেলার হাটপ হরিপুর গ্রামে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, হেলাল ছাত্রীদের আলাদা প্রাইভেট পড়াতেন। বিভিন্ন সময় কৌশলে তিনি ছাত্রীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে ছবি তুলতেন। পরে ওই ছবি দেখিয়ে তাদের সঙ্গে সখ্য গড়ে যৌন নির্যাতন চালাতেন। তিনি ওই মুহূর্তের ভিডিও ধারণ করে রাখতেন। পরে ওই ভিডিও দেখিয়ে এক ছাত্রীর ওপর একাধিকবার যৌন নির্যাতন চালাতেন।

অভিযোগ সম্পর্কে জানতে হেলালের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সম্প্রতি এক ছাত্রীকে ফাঁদে ফেলে তার ওপর যৌন নির্যাতন চালান হেলাল। বিষয়টি জানতে পেরে ওই ছাত্রীর স্বজনেরা গত শুক্রবার তাঁর ভাড়া বাসায় গিয়ে মুঠোফোন ও ল্যাপটপ জব্দ করেন। মুঠোফোন ও ল্যাপটপে বেশ কয়েকটি ভিডিও ক্লিপস পাওয়া যায়। সেসব ভিডিওতে বেশ কয়েকজন ছাত্রীর ওপর তাঁকে যৌন নির্যাতন চালাতে দেখা গেছে। এসব ছাত্রীর বয়স ১৩ থেকে ১৬ বছর। বিষয়টি জানাজানি হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হেলালকে সাময়িক বরখাস্ত করে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামছুর রহমান বলেন, গত রোববার এক ছাত্রীর অভিভাবক লিখিতভাবে হেলালের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ করার পর সোমবার দুপুরে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ জরুরি বৈঠক করে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে। একই দিন বিকেলে হেলাল পদত্যাগপত্র পাঠান।

গত মঙ্গলবার হাটপ হরিপুর গ্রামে গিয়ে জানা যায়, হেলাল বিবাহিত। তাঁর ১০ বছরের একটি ছেলে আছে।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আসীমুন রাজীব বলেন, বিষয়টি জানার পর অভিযোগ তদন্ত করতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুর রশীদকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়।

পুলিশ সুপার মফিজ উদ্দীন আহম্মেদ বলেন, বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, হেলালের বিরুদ্ধে কয়েকজন ছাত্রীর ওপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে।

রংপুর নগরের নিজ বাসা থেকে গত সোমবার দিবাগত রাতে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় এক ছাত্রীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গণধর্ষণের শিকার হয়ে সে আত্মহত্যা করেছে বলে পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে। এ ঘটনায় পুলিশ মুশফিকুর রহমান নামে কারমাইকেল কলেজের এক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধর্ষণের শিকার বিদ্যালয়ছাত্রী লিমার মা শিউলী বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পার্কের মোড়ের পাশে চকবাজার এলাকায় ছাত্রদের একটি আবাসিক মেসে কাজ করেন। চকবাজারের পাশের এরপাল নগর এলাকায় তাঁরা থাকেন। গত সোমবার দুপুরে মায়ের কাজে সহায়তা করতে লিমা মেসে যায়। সে ভাতের বাটি দেওয়ার জন্য কারমাইকেল কলেজের গণিত বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মুশফিকের কক্ষে যায়। এ সময় মুশফিক ও তাঁর সহযোগী আবদুর রাজ্জাক তাকে কক্ষে আটকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেন। বিষয়টি গোপন রাখতে নুরুন তাকে নানা ভয়ভীতি দেখান। ওই দিন রাতে লিমা আত্মহত্যা করে। রাজ্জাক বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শফিকুল ইসলাম জানান, আত্মহত্যার আগে লিমা চার পৃষ্ঠার একটি চিঠি লিখে গেছে। চিঠিতে মুশফিক ও আবদুর রাজ্জাকের বিরুদ্ধে সম্ভ্রমহানির অভিযোগ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে লিমার নানা জয়নাল আবেদীন বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় নুরুনকে আসামি করে সোমবার রাতেই হত্যা মামলা করেন।